নৈতিক স্মৃতিচারণ হিসেবে ইতিহাস। সিপি গ্যাং-এর ‘বেশ্যা’ ব্যানার-৫

ঔপনিবেশিকতা, গণিকা ও বেশ্যা

রেহনুমা আহমেদ

অন্যায়ের প্রতিবাদকারীদের জন্য শাসক নির্যাতক আর তাদের নানারূপের প্রতিনিধিরা বহুরকম আক্রমণ চর্চা করে। এর মধ্যে যেমন থাকে শারীরিক আক্রমণ, জেল জুলুম তেমনি থাকে ‘চরিত্রহনন’, কুৎসা, অপপ্রচার। এই কাজে ভাষা, রূপক, তথ্যবিকৃতি সবই ঘটে। এগুলোর মধ্যে শাসকদের মতাদর্শিক অবস্থানও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই লেখায় একটি নির্দিষ্ট ঘটনার পর বুদ্ধিজীবীদের বেশ্যা বলে গালি দেবার ভেতরের চিন্তা ও মতাদর্শ অনুসন্ধান করা হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। এবারে পঞ্চম পর্ব।

ঔপনিবেশিক পরিবর্তন: ‘গণিকা’ থেকে ‘বেশ্যা’

সিপি গ্যাং-এর জন্য ‘ইতিহাস’ হচ্ছে বাধা বুলি।

ব্যানারের বক্তব্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণ করার জন্য ভর করে ‘বেশ্যা’ শব্দের উপর। ‘বেশ্যা...সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব সৃষ্টিশৈলীর কারণে পাওয়া নিখুঁত দেহাবয়বকে...তুলে দেয়,’ ‘নিজেদের পেশা বেছে নেওয়া’ -- সিপি গ্যাংয়ের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে তাদের দৃষ্টিতে বেশ্যারা সমরূপী বা সমজাতীয় (homogeneous), আর পতিতাবৃত্তি হচ্ছে চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।

তার বিপরীতটাই সত্য। সেটি তুলে ধরার জন্য আমি ভারতীয় ইতিহাসবিদ সুমন্ত ব্যানার্জী সম্পাদিত ঔপনিবেশিক ভারতে বেশ্যাবৃত্তি নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে লেখা আন্ডার দা রাজ: প্রস্টিটিউশান ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল (১৯৯৮), একটি পথপ্রদর্শক গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত, তা দিয়ে শুরু করব।[৭৩] পতিতাবৃত্তির ঐতিহাসিকতা (historicity) বিচারে অন্যান্য লেখক-গবেষকদের কাজেরও সহায়তা নেব: বীনা তালওয়ার ওল্ডেনবার্গ, ফরিদা বেগম, মৃদুলা রামান্না, জুডিত ওয়াকোউইটজ্, ফিলিপ্পা লেভাইন, চারু গুপ্ত ও জয়া সামিন।

শের শাহ সূরি দ্বারা পরাজিত মোগল সম্রাট হুমায়ুন পারস্য সম্রাট ২য় শাহ তাহমাসপ-এর দরবারে আগমন উপলক্ষে অভ্যর্থনার দৃশ্য। ১৫৪৪ খ্রি, শিল্পী সানভালা।

বাংলার মধ্যযুগে তাঁতী, স্বর্ণকার, মুচিদের মতো বেশ্যাদেরও ‘সমাজে স্থান ছিল, সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল’ (ব্যানার্জী)।[৭৪] ঔপনিবেশিক যুগের আগের ভারতে, বেশ্যা ‘কোনো সমরূপী ক্যাটাগরি ছিল না, [দেবদাসী থেকে গণিকা] বিভিন্ন ধরনের নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হতো।”[৭৫] আঠারো শতকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উত্থানের কারণে– যুদ্ধবিগ্রহ, জমিজমা, জীবিকা হারানোর কারণে নিঃস্ব হয়ে গ্রাম থেকে চলে যেতে বাধ্য হওয়া, গ্রামীণ বিশৃঙ্খলা - মানুষ গণহারে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে, শহরে পালিয়ে আসা নারীরা বেঁচে থাকার তাগিদে বেশ্যাবৃত্তিতে যোগ দেন।

বীনা তালওয়ার ওল্ডেনবার্গ লখনৌয়ের গণিকাদের নিয়ে গবেষণায় (দা মেইকিং অফ কলোনিয়াল লখনৌ ১৮৫৬-১৮৭৭) জোরারোপ করেছেন যে, নওয়াবদের দৃষ্টিতে গণিকারা ছিলেন ‘সাংস্কৃতিক সম্পদ’, পক্ষান্তরে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির দৃষ্টিতে তারা ছিল ‘নেসেসারি ইভিল’ (অপরিহার্য পাপ)।[৭৬] গণিকাদের “সবসময় দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, [বাঈজীদের জলসা বা মাহফিলে যাওয়া ছিল নবাব-জমিদারদের সংস্কৃতিতে] আভিজাত্যের স্বাক্ষর।”[৭৭] তাদের পুত্রসন্তানদের সুপরিচিত তাওয়ায়েফদের[৭৮] কোঠায় পাঠানো হতো আদবকায়দা ও উর্দু কবিতায় সামাঝদার হতে শিক্ষালাভের জন্য। বৃহত্তর সমাজের মতোই লখনৌ তাওয়ায়েফদের জগৎ জটিল ও স্তরবিন্যস্ত ছিল; লখনৌ আশি বছর ধরে নওয়াবদের রাজধানী ছিল, আওয়াধের নওয়াব ও শহরের ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাওয়ায়েফরা চৌকবাজারের কোঠাগুলোতে ‘ক্ষয়িষ্ণু বিলাসবহুল’ জীবন যাপন করতেন,[৭৯] সেগুলো ছিল ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি-চর্চা’ মেহফিলের প্রাণকেন্দ্র।[৮০]

তাওয়ায়েফরা সাধারণত নিজেদের কোঠায় থাকতেন, প্রতি কোঠায় যিনি প্রধান বাইজী তাকে সবাই ‘চৌধরায়া’ ডাকত। ধনসম্পদ, রূপ, সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় পারদর্শীতার কারণে তার খ্যাতি ছিল চতুর্দিকে। যারা চৌধরায়া তারা নিজেদের চারপাশে যোগাড় করে রাখতেন তরুণ গায়ক-গায়িকা, নর্তকী, বাদ্যযন্ত্রবাদক; বিখ্যাত কোঠাগুলোতে থাকত সঙ্গীত-ঘরানার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষ পুরুষ বাদ্যযন্ত্রীরা। পুত্রসন্তান, ভাগ্না- ভাতিজা, দারোওয়ান আর টাউটরা সদর দরজায় দেখেশুনে খদ্দের ঢুকতে দিত; কন্যাসন্তান, ভাতিজি-ভাগ্নি, খালাতো, মামাতো বোন ও অন্যান্য নারীরা মিলে গঠিত হতো তাওয়ায়েফদের কেন্দ্রীয় দল। প্রশিক্ষণ শুরু হতো ৭-৮ বছর বয়সে, মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হতো ‘নৃত্যকলা, সঙ্গীত, আলাপ ও মনোরঞ্জন-করায়, অতিমাত্রায় ভদ্রতা ও সৌজন্যচর্চায়, [এই সংস্কৃতির জন্যই] লখনৌ নওয়াবী-আমলে খ্যাতি অর্জন করেছিল।’[৮১] পোষাক, গহনা, আচার-আচরণ ও খাবারে বিশেষত্ব কোঠার সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়তা করত।

বুদ্ধদেব বসু তার তপস্বী ও তরঙ্গিণী কাব্যনাটকে অতীত যুগের গণিকাদের পারদর্শিতা তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। বসুর নিজ ভাষায়, তার কাব্য নাটকের গল্পটি মহাভারত এর তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের উপ্যাখ্যানের একটি ‘সমকালীন’ পুনর্নির্মাণ;[৮২] রাজমন্ত্রী বিখ্যাত ও সুনিপুণা গণিকা লোলাপাঙ্গীর ‘সাক্ষাৎকার’ গ্রহণ করেন আঁচ করার জন্য তার কন্যা তরঙ্গিণী অল্পবয়স্ক এক তপস্বীকে ছলাকলায় আবিষ্ট করে রাজধানীতে নিয়ে আসতে পারবে কিনা যাতে খরা ও দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি ঘটে।

লোলাপাঙ্গী আত্মবিশ্বাসের সাথে তার কন্যার গুণাবলীর বর্ণনা

করেন,

রাজমন্ত্রী । এই তোমার কন্যাতরঙ্গিণী?

লোলাপাঙ্গী । আপনার অধীনা ।

রাজমন্ত্রী । শুনেছি তুমি তাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী ক'রে তুলেছো?

লোলাপাঙ্গী । প্রভু, আমার সাধ্য আর কতটুকু, কিন্তু চেষ্টায় হেলা করিনি; মা হ'য়ে তো সন্তানকে ভাসিয়ে দিতে পারি না । আমি ওকে কোন-কোন বিদ্যা শিখিয়েছি তা বলবো? রূপের চর্চা, স্বাস্থ্যের যত্ন, স্নান, ব্যায়াম, পথ্যের সমুদয় নিয়ম; সাজ, শিঙার, গহনার তত্ত্ব । ও রত্ন চেনে; ফুল, মালা, গন্ধদ্রব্যের মর্ম বোঝে; জানে কোন উপায়ে ত্বক থাকে সতেজ, চোখ উজ্জ্বল, আর নিশ্বাস সুগন্ধী । জানে, কোন খাদ্যে মেদবৃদ্ধি হয় না, আর কোন সুরা কল্যাণী । জানে সুন্দর হ'য়ে বসতে, দাঁড়াতে, চলতে, শুতে, ঘুমোতে, ঘুমের মধ্যেও অশোভন অঙ্গভঙ্গি ক'রে না । জানে, কণ্ঠে ও উচ্চারণে কেমনতর সুর লাগলে বচন হ'য়ে ওঠে মনোচোর ।

রাজমন্ত্রী । তোমার কন্যা কিছু শাস্ত্রপাঠ ক'রেছে কি? ধর্মতত্ত্বে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে?

লোলাপাঙ্গী । প্রভু আমি শেষ করিনি; এই রূপের চর্চা তো শিক্ষার আরম্ভ মাত্র । তারপর কিছু ব্যাকরণ ও কাব্য; কিছু অর্থশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র; পূজা, ব্রত, পার্বণের বিধি; পাশাখেলায় কাণ্ডজ্ঞান; নাচ, গান, অভিনয়; হাবে, ভাবে, পরিহাসে কেমন করে হ'তে হয় রসবতী; ধূর্ত, বিট, জ্যোতিষী ও ভিক্ষুণীর মুখে-মুখে কেমন ক'রে রটাতে হয় যে অমুকের মতো গুণবতী আর নেই । শেষ পর্বে রতিশাস্ত্র ও কামকলা: মান, অভিমান, চাহনি, নিশ্বাস, কান্না; হাসি ও ভ্রূকুটির চাতুরী; কোন মন্ত্রে উদাসী এসে পায়ে পড়ে, অঙ্গে ওঠে কৃপণের সোনা; কোন উপায়ে নাগরদের মধ্যে ঈর্ষা জাগিয়ে নিজের মূল্য বাড়াতে হয়, আর আঁচলে বেঁধে খেলানো যায় সপ্তরথীকে ।

রাজমন্ত্রী । তোমার কন্যা তাহ'লে ছলনাতেও দক্ষ?

বুদ্ধদেব বসুর নবতিতম জন্মমাস (নভেম্বর ১৯৯৮) উপলক্ষে থিয়েট্রেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাটকটি মঞ্চস্থ করে । অ্যাকাডেমি মঞ্চ, কলকাতা, ১৯৯৯ ।

লোলাপাঙ্গী । ছলনা, প্রভু? আমরা একে ছলনা বলি না, বলি জীবীকা... ।

(বুদ্ধদেব বসু । কাব্যনাট্য সমগ্র, ২০১৩, পৃ..২০-২১)

প্রযোজকদের জন্য লিখিত পরামর্শে বসু বলেন, কাব্যনাটকের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, সাধারণত 'কাম'কে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় । বসু এর বিরোধিতা করেন, ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর কামময় সাক্ষাতের পর দুজনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তারা আলাদাভাবে পুণ্যের পথ পরিগ্রহণ করবেন ।[৮৩]

ওল্ডেনবার্গের নওয়াবী-আমলের লখনৌয়ের তোওয়ায়েফ সংস্কৃতির গবেষণায় ফিরে আসি, একই কোঠায় ভিন্ন দুই বর্গের নারীদের থাকা সম্ভব ছিল - থাকাহি ও রান্ডি - কিন্তু তাদের মর্যাদা ছিল তোওয়ায়েফদের চাইতে কম; তারা 'নিয়মিত বেশ্যা' ছিলেন, একই বাজার এলাকায় বসবাস করতেন, তাদের খদ্দের ছিল 'শ্রমিক শ্রেণী'র পুরুষরা ।[৮৪] 'খাঙি' নারীরা বিবাহিত ছিলেন, কট্টরভাবে পর্দাপ্রথা মেনে চলতেন, অর্থনৈতিক কিংবা অন্য কোনো কারণে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করতেন এমন পুরুষের সাথে যারা নিজেরাও গোপনীয়তা রক্ষায় আগ্রহী ছিলেন ।

১৮৫৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্পূর্ণরূপে আওধকে অধিকার করে নেয় আর নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহকে কলকাতায় অন্তরীণ করে রাখে, এ কারণে লখনৌ শহরের তাওয়ায়েফরা তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ছোটখাটো পৃষ্ঠপোষকদের হারান । কিন্তু, ওল্ডেনবার্গ বলেন, একই কারণে এই পেশায় যুক্ত হয় 'প্রাক্তন রাজা ও নির্বাসিত নওয়াবদের পরিত্যক্ত স্ত্রীদের অনেকেই ।'[৮৫] আগে যেখানে গণিকাবৃত্তি উঁচু দরের সংস্কৃতি-চর্চা ও মার্জিত রুচিকে বোঝাত, হয়তবা দাক্ষিণ্য হিসেবে যৌন সম্পর্কও, 'ধীরে-ধীরে এটি পরিণত হয় সাধারণ বেশ্যাবৃত্তিতে ।'[৮৬] নতুন-শাসকদের সাথে যুক্ত নতুন পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন রাজধানীতে ঘন ঘন আসা তালুকদার অথবা ইউরোপীয় সৈনিক । 'মেহফিলে ব্যবহৃত কেতাদুরস্ত উর্দু প্রায় কিছুই বুঝত না' সৈনিকরা ।[৮৭] নাচের জলসায় যাওয়ার সময় বা অর্থ, কোনোটাই তাদের ছিল না । গুলবাদান (ছদ্মনাম) নামে বয়োজৈষ্ঠ একজন তাওয়ায়েফ যিনি পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ওল্ডেনবার্গকে বলেন, সৈনিকদের না ছিল তামিজ (আদবকায়দা), না ছিল তাহজিব (শিক্ষা, সংস্কৃতি) । ১৯৫৭ সালে স্বাধীন ভারতে জমিদার প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়, তাওয়ায়েফ সংস্কৃতির মরণাঘাত ছিল এটি; কোঠার মেহফিল বা জলসাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় । এ প্রসঙ্গে ওল্ডেনবার্গের মন্তব্য সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, অবস্থাপন্ন ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক রুচি ইংরেজিয়ানা-রূপ ধারণ করে: 'গার্ডেন পার্টি, ক্রিকেট খেলা, নাটক দেখা কিংবা ঘোরদৌড় মুজারা বা নাচের [আসরের] সাথে প্রতিযোগিতায় নামে ।'[৮৮]

ঐতিহাসিক বিষয় হিসেবে যৌনরোগের প্রতি ইতিহাসবিদরা খুব কম মনোযোগ দিয়েছেন, আর এটি, ফিলিপা লেভাইন বলেন, খুবই দুঃখজনক । যৌনরোগের বিষয়টি উপনিবেশের কেন্দ্র ও প্রান্ত উভয়স্থানেই 'রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয়' বিষয় ছিল, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ হচ্ছে কন্টেজিয়াস ডিজিজেস অ্যাক্ট (সংক্ষেপে, সিডি) । এই আইনটি ইংল্যান্ডে পাশ করা হয় ১৮৬৪ সালে, আর উপনিবেশতি ভারতে ১৮৬৮-তে ।[৮৯]

এই আইনের উৎস ছিল ফ্রান্স । প্রস্টিটিউশান অ্যান্ড ভিক্টোরিয়ান সোসাইটি । উইমেন, ক্লাস অ্যান্ড দ্য স্টেট (১৯৮০) এর লেখক ইতিহাসবিদ জুডিথ ওয়াকোউইটজ বলেন, এটি একটি অসাধারণ

আইন ছিল।

১৮৬০-এর দশকে সিডি আইনগুলো (সাধারণভাবে এই নামে পরিচিত) জারি করা হয় কেন?

ভিক্টোরীয় যুগের ডবল স্ট্যান্ডার্ডের কারণে না, ওয়াকোউইটজ বলেন, কারণ ব্রিটিশ অভিজাত শ্রেণীর পুরুষদের যৌনসঙ্গমে কখনোই বিধিনিষেধ ছিল না। বরং সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটার কারণে, নতুন দৃষ্টিতে বেশ্যাবৃত্তিকে দেখা হয় 'একটি ভয়ানক ধরনের যৌনকর্ম' হিসেবে যা নিয়ন্ত্রিত ও সংজ্ঞায়িত হতে হবে রাষ্ট্র দ্বারা।[৯০] ওয়াকোউইটজ বলেন, এই পরিবর্তন ইঙ্গিত করে 'অভদ্র গরিবদের জীবনে এক নয়া ধরনের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ।'[৯১] বেশ্যা ও সাধারণ সৈনিক, উভয়ই সমাজের প্রান্ত থেকে আসা, মধ্যবিত্ত ভিক্টোরিয়ানদের জন্য তারা 'শস্তা শ্রম' ও 'অবৈধ আনন্দের' উৎস।[৯২] সিডি অ্যাক্ট সমাজের নিচু তলার শ্রেণীর প্রতি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে, '[তারা না হয় এখন] কলুষিত ও ক্ষমতাহীন কিন্তু ভবিষ্যতে শঙ্কার কারণ হতে পারে, [তারা ক্ষমতা কাঠামোর সাথে] বেইমানি করতে পারে।'[৯৩] এই অ্যাক্টগুলো যুক্ত ছিল 'পেশাজীবী ব্যাচেলার আর্মি ও নেভি' গড়ে তোলার একটি সচেতন সামরিক নীতির সাথে, আর সীমিত পরিসরে বিষমকামী সংগমের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া যাতে 'সৈন্যদের মধ্যে সমকামিতা' নিয়ন্ত্রণ করা যায়।[৯৪]

সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত সৈন্যদের মধ্যে যৌনরোগের প্রসার নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ১৮৬৪ সালে ইংল্যান্ডের হাউস অফ কমন্স এই আইনটি পাশ করে (১৮৬৬ ও ১৮৬৯ সালে সংশোধনী পাশ করা হয়)। ১৮৬২ সালে হাউস অফ কমন্স-এর একটি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়,

> 'বাস্তব অবস্থা এতই ভয়াবহ যে আমাদের মনে হয়েছে এই পাপ, নোংরামি ও রোগের সাথে মোকাবেলা করার জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা আমাদের কর্তব্য যেহেতু [যৌনরোগের প্রসার] আমাদের সৈনিক ও নাবিকদের জীবনীশক্তি ক্ষয় করে ফেলছে।' (উদ্ধৃত, মৃদুলা রামান্না, ২০০২, পৃ. ১৬৩)[৯৫]

ওয়াকোউইটজ বলেন, ১৮৬৯ সালের মধ্যে সিডি আইনকে ১৮টি '[ব্রিটিশ] শাসনাধীন জেলায় কার্যকরী ছিল।[৯৬] এই আইনের অধীনে কোনো নারীকে যদি সাদা পোশাকধারী পুলিশ 'সাধারণ বেশ্যা' ("common prostitute") হিসেবে চিহ্নিত করে তাহলে তাকে প্রতি দুই সপ্তাহ পর মেডিকেল পরীক্ষা করতে হবে। যদি তার সিফিলিস বা গনোরিয়া রোগ ধরা পড়ে তাহলে তাকে সরকারিভাবে স্বীকৃত হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে যেখানে যৌনরোগের চিকিৎসার জন্য আলাদা ওয়ার্ড ছিল। সাধারণ বেশ্যার সংজ্ঞা শিথিল ছিল, যাকে গ্রেপ্তার করা হতো তিনি যে বেশ্যা নন এটি প্রমাণের দায়ভার ছিল নারীর উপর; তার প্রমাণ করতে হবে যে 'তিনি অর্থের বিনিময়ে হোক আর না হোক, পুরুষদের সঙ্গ গ্রহণ করেন না।'[৯৭] ঔপিনিবেশিক কেন্দ্রের পুলিশ এভাবেই ভোগ করত 'বিশাল মর্জি-মাফিক ক্ষমতা'।[৯৮]

জোসেফিন বাটলারের নেতৃত্বে নারী আন্দোলনের সংগঠিত প্রতিরোধের কারণে ৩,৩০,০০০ নারী আইনটি বাতিল করার জন্য পিটিশন সই করেন, পরিশেষে ১৮৮৬ সালে আইনটি প্রত্যাহার করা হয়। 'রিপিল ক্যাম্পেইন' নামে পরিচিত এই আন্দোলনে বাটলারের পরে নেতৃত্ব দেন নারী-ভোটাধিকার আন্দোলনকারী ক্রিস্টাবেল প্যাঙ্কহার্স্ট। প্যাঙ্কহার্স্ট বলেন, যৌনরোগ হচ্ছে 'ঈশ্বর-প্রদত্ত শাস্তি।'[৯৯] আন্দোলনকারীরা চিকিৎসাসেবাকে দায়ী করেন পুরুষের মধ্যে 'যৌন ব্যভিচার' উস্কে দেওয়ার জন্য; তারা জোর দেন সামজে যৌনবিধি নারী ও পুরুষ সকলের জন্য একইরকম হওয়া উচিৎ, এই যৌনবিধির ভিত্তি হওয়া উচিৎ 'নারীর সতীত্ব-পালনের আদর্শ।'[১০০]

যদি ব্রিটিশ কন্টেজিয়াস ডিজিজেস অ্যাক্ট গরিবের জীবনে রাষ্ট্রের নজরদারি ও হস্তক্ষেপের স্মারক হয় তাহলে ইন্ডিয়ান কন্টেজিয়াস ডিজিজেস অ্যাক্ট-এর ক্ষেত্রে কি বলা যায়? ফরিদা বেগম বলেন, এটিকে আমরা উপনিবেশিত মানুষের যৌনতা নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে দেখতে পারি, 'বিশেষ করে আন্ত-বর্ণ [ইন্টার-রেশিয়াল] যৌন যোগাযোগ [নিয়ন্ত্রণের কৌশল]।'[১০১] তার যুক্তির সমর্থনে তিনি যোগ করেন, শ্বেতাঙ্গ (উপনিবেশকারী) ও অ-শ্বেতাঙ্গ (উপনিবেশিত) মানুষের মধ্যে যৌনসংযোগ নিয়ে আশঙ্কা বেড়ে যায় যখন এটি প্রকাশ পায় যে 'শ্বেতাঙ্গ নারী বেশ্যারাও উপনিবেশে বসবাস করছে।'[১০২]

ইন্ডিয়ার স্যানিটারি কমিশনের প্রেসিডেন্টের ১৮৬৪ সালের প্রতিবেদন'মতে, সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ যৌনরোগে আক্রান্ত। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনা করে দেখা যায় যে যৌনরোগে নিহতের সংখ্যা যুদ্ধে নিহত হওয়ার সংখ্যার চাইতে বেশি।[১০৩] সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে ব্রিটেনের কন্টেজিয়াস ডিজিজেস অ্যাক্ট এর ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৮৬৪ সালের অ্যাক্ট ঢঢওও-এ (এটি ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট হিসেবেও পরিচিত), 'ভারত সাম্রাজ্যের সব ক্যান্টনমেন্ট শহরে [১১০টি ক্যান্টনমেন্ট] বেশ্যাদের নথিভুক্ত হওয়া ও নিয়মিত মেডিকেল পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়।'[১০৪] ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্টে আরেকটি ধারা যোগ করা হয়, যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট ক্যান্টনমেন্টের বাইরেও জারি করা যাবে।[১০৫]

আগেই উল্লেখ করেছি, ১৮৬৮ সালে ইন্ডিয়ান কন্টেজিয়াস ডিজিজেস অ্যাক্টস পাশ করা হয়। ইন্ডিয়ান আইনের সাথে ইংল্যান্ডের আইনের শুধু একটি পার্থক্য ছিল, এর লক্ষ্য ছিল 'ইউরোপীয়'দের রক্ষা করা, ভারতীয় নেটিভ পুরুষদের না। রিপিল ক্যাম্পেইনের চাপে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতের আইনটি বাতিল করে ১৮৮৮ সালে,[১০৬] কিন্তু বাতিল করা হয়েছিল নামে'মাত্র; নতুন নিষেধাজ্ঞার অধীনে বিধিগুলো প্রযোজ্য ছিল, তবে সেগুলোতে এই শব্দগুলো এই শব্দগুলো বাদ দেওয়া হয়েছিল: 'বেশ্যা,' 'যৌনরোগ,' 'তালাবন্ধ হাসপাতাল' (লক্ হসপিটাল)।'[১০৭]

আধুনিকতার আগমনের ফলে ভারতীয় বেশ্যার পূর্বতন অবস্থান হারিয়ে যায়, 'যৌনসঙ্গম...একটি বস্তুগত দ্রব্যে পরিণত হয় যার বেচাকেনা সম্ভব।'[১০৮] আধুনিক বেশ্যার পরিসর দেবদাসী বা গণিকার চাইতে আরো ছোট, 'তার বিশেষত্ব যৌন আনন্দদানে, তিনি প্রতিভা ও শৈল্পিক গুণে গুণান্বিত নারী নন।'[১০৯] সেক্স হচ্ছে লজ্জাজনক বিষয় ভিক্টোরীয় যুগের এই ধারণা ভারতীয় বেশ্যাদের সমাজ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে পতিতালয় ও নারীপাচার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একাধিক আইন পাশ করা হয়, এগুলোতে পতিতাদের জন্য আলাদা পরিসর নির্দিষ্ট করা হস্ত ভদ্রসমাজ হতে বহু দূরে।

ভিক্টোরীয় যুগের বহু নারী জোসেফিন বাটলারের ইন্ডিয়ান কন্টেজিয়াস ডিজিজেস অ্যাক্টস প্রত্যাহারের অভিযানে যুক্ত হন; ফরিদা বেগম বলেন, এম্পায়ার বা সাম্রাজ্য তাদের একটি পরিসর প্রদান করে 'যেখানে [শ্বেতাঙ্গ নারীদের] সুযোগ তৈরি হয় [ভারতীয় নারীর সাথে] ভগিনীবন্ধনে সংহতি প্রকাশ করার আবার একইসাথে নিজেদের বর্ণভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করার।'[১১০] ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ইঙ্গিত করে যে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মতে, ব্রিটেনের বেশ্যারা অন্য কোনো

উপায়ন্তর না পেয়ে এই পেশায় যোগ দিত আর সেকারণে তারা লজ্জা বোধ করেন কিন্তু ভারতের 'অধিকাংশ বেশ্যা জাতপ্রথা অনুসারে বেশ্যা আর [সে কারণে তারা] এই পেশা ছাড়ার কোনো তাগিদ বোধ করে না।'[১১১] জোসেফিন বাটলার ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী নারীবাদীদের মতে (তারা 'সাম্রাজ্যের ধারণাকে আক্রমণ করেনি'), ভারতের বেশ্যারা হচ্ছে 'নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের ভিক্টিম।'[১১২]

ঔপনিবেশিক এলিট ও ভদ্রলোক শ্রেণীর কাছে বেশ্যা ছিল অপর। 'বিশেষ করে 'ভদ্র' বাঙালি নারী তথা ভদ্রমহিলার সাথে তুলনা করলে বেশ্যা হচ্ছে 'সে' যাকে এড়িয়ে চলা উচিৎ, 'সে' যার কারণে ভদ্র নারীর বাড়িতে অন্তরীণ থাকা উচিৎ।[১১৩] বেশ্যাদের প্রান্তিক করা হয় কিন্তু বেশ্যাবৃত্তিকে জারি রাখা হয়।[১১৪]

জয়া সামিন এর গবেষণা আরো সাম্প্রতিক (২০১৪); তিনি পূর্বতন গবেষণার ফ্রেমওয়ার্ককে চ্যালেঞ্জ করেন যেখানে বেশ্যা/বেশ্যাবৃত্তিকে পরিবেশন করা হচ্ছে 'প্রকাশ্যে পরিবেশনাকারী [পাবলিক পারফর্মার] থেকে নেহায়েৎ বেশ্যায় পরিণত হওয়ার রূপান্তরের কাহিনী হিসেবে।'[১১৫] সামিন বলেন, তাওয়ায়েফগিরির ক্ষেত্রে যে বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে সেটিকে historicise করতে হবে। তাওয়ায়েফগিরিকে 'পিতৃতন্ত্রের ডিসকার্সিভ ফ্রেমওয়ার্ক'এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেটি না করলে আমরা বুঝতে পারব না ঊনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগ থেকে শেষ-ভাগের মধ্যে কীভাবে পুরুষদের স্তরবিন্যাসের মৌলিক পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে গণিকাবৃত্তি পুনর্নির্মিত হয়েছে বেশ্যাবৃত্তি হিসেবে।

সামিন বলেন, 'বেশ্যাবৃত্তির বৈশিষ্ট্যসূচক ভাবের পরিবর্তন'কে বুঝতে হবে '[নারীর] যৌনতা বিক্রির পিতৃতান্ত্রিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে [আর এই দাবি] সবকিছুর [যত ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক রূপান্তরের] উর্ধ্বে ও বিরামহীন।'[১১৬]

'অর্থের বিনিময়ে নিজেদের দেহ বিক্রি করা' (সিপি গ্যাংয়ের বক্তব্য)-কে যদি ইতিহাসের বিচারে বুঝতে চাই তাহলে বহু তাত্ত্বিক ও প্রত্যয়গত বিষয় সামনে চলে আসে: রাষ্ট্র (মোঘল, ঔপনিবেশিক, উপনিবেশোত্তর), পৃষ্ঠপোষকতা ও জমির মালিকানা (নওয়াবী, জমিদারী), যৌনরোগ (গনোরিয়া, সিফিলিস), সাম্রাজ্যের স্বার্থ ('পেশাজীবী ব্যাচেলার সেনা ও নৌবাহিনী সৃষ্টি করার সচেতন সামিরিক নীতি'), সাম্রাজ্যের মনোযোগ (সিপাহি বিপ্লবের চাইতে আরো বেশি ব্রিটিশ সৈনিক যৌনরোগে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল), নাগরিকদের উপর নজরদারি-খবরদারি করার জন্য আধুনিক রাষ্ট্র দ্বারা উদ্ভাবিত প্রযুক্তি (প্রতিটি যৌনসংগম বৈধ কি অবৈধ তা আধুনিক রাষ্ট্রের মাথাব্যথা), দারিদ্রতার নারী-রূপ, যৌন নীতি-নৈতিকতার ডবল স্ট্যান্ডার্ড (ব্রিটিশ অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পুরুষদের যৌন আচার-আচরণ বিধিনিষেধের বাইরে), যৌনতার মেডিকালাইজেশান (একটি 'বিজ্ঞান' হিসেবে যৌনতার উদ্ভব, লক্ হসপিটাল), সাম্রাজ্যবাদী নারীবাদ (ভগিনীবন্ধনের সাথে বর্ণভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের উপর জোরারোপ), ঔপনিবেশিক এলিট ও ভদ্রলোক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার সম্মিলন, শ্রেণী ও লিঙ্গীয় সম্পর্কের বিজড়ন (ভদ্রমহিলা/ঘরোয়া/গৃহী/সংসারী নারী বনাম বেশ্যা/বাইরের নারী), আধুনিকতার প্রভাব (উঁচুমানের সংস্কৃতি-চর্চা থেকে বস্তুগত দ্রব্যে যৌনসঙ্গমের রূপান্তর), শহুরে পরিসরের বিভাজন (ভদ্র সমাজ থেকে বেশ্যালয়কে ও পতিতাদের দূরে সরিয়ে রাখা)।

কিন্তু সিপি গ্যাংয়ের জন্য 'ইতিহাস' শ্রেফ একটি বাধা বুলি – সমাবেশে সমর্থন জোগানোর জন্য উচ্চারিত শ্লোগান।

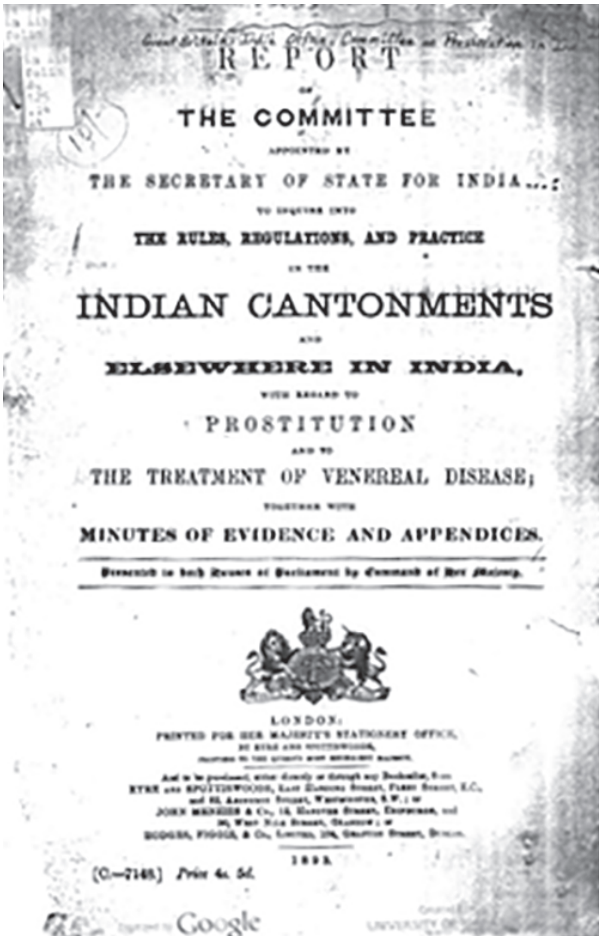

REPORT

OF

THE COMMITTEE

APPOINTED BY

THE SECRETARY OF STATE FOR INDIA

TO INQUIRE INTO

THE RULES, REGULATIONS, AND PRACTICE

IN THE

INDIAN CANTONMENTS

AND

ELSEWHERE IN INDIA,

WITH REGARD TO

PROSTITUTION

AND TO

THE TREATMENT OF VENEREAL DISEASE;

TOGETHER WITH

MINUTES OF EVIDENCE AND APPENDICES.

LONDON:

1893.

[C.—7148.] Price 4s. 5d.

ঔপনিবেশিক ভারতে বেশ্যাবৃত্তি ও যৌনরোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত সরকারি কমিটির রিপোর্ট, ১৮৯৩।

নৃত্যশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীর দল, দিল্লী (বা শালিমার?), ১৮৬৪।

রেহনুমা আহমেদ: লেখক, গবেষক, নৃবিজ্ঞানী
ইমেইল: rahnumaa@gmail.com

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র:

৭৩। যখন আমি নিউ এইজ এর জন্য সিরিজ-কলাম লিখছিলাম তখন সুমন্ত ব্যানার্জীর বইয়ের কপি খুঁজে পাইনি, তাই কলামে ব্র্যাকেটে যোগ করেছিলাম একথাগুলো: "দুর্ভাগ্যবশত, ব্যানার্জীর বইয়ের কপিটি খুঁজে পাচ্ছি না, তার বক্তব্যের সারসংক্ষেপের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে জেরাল্ডিন ফর্বস-এর গ্রন্থালোচনা ও ফরিদা বেগম-এর থিসিস-এর উপর।" ব্যানার্জীর বইটি পরে পেয়েছি।

৭৪। Geraldine Forbes, review of Under the Raj: Prostitution in Colonial Bengal by Sumanta Bannerjee, Journal of Colonialism and Colonial History, Vol. 2, No. 1, Spring 2001|

৭৫। Farida Begum, "The Creation of Difference. Empire, Race and the Discourse on Prostitution in Colonial Bengal, 1880-1940," Barnard College, unpublished thesis, 2012, c„. 3|

৭৬। Veena Talwar Oldenburg, The Making of Colonial Lucknow 1856-1877, Princeton NJ: Princeton University Press, 1984, c„. 137|

৭৭। উপরোক্ত, পৃ. ১৩৯।

৭৮। 'তাওয়ায়েফ' বাইজির উর্দু শব্দ।

৭৯। উপরোক্ত, পৃ. ১৩৪।

৮০। উপরোক্ত, একই পৃষ্ঠা।

৮১। উপরোক্ত, পৃ. ১৩৫।

৮২। "তপস্বী ও তরঙ্গিণী," বুদ্ধদেব বসু। কাব্যনাট্যসমগ্র, সম্পাদনা বিশ্বজিৎ ঘোষ, ঢাকা: অবসর, ২০১৩, পৃ. ৯।

৮৩। "লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে ক'রে থাকে তারই প্রভাবে দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হ'লো – নাটকের মূল বিষয় হ'লো এই।" 'প্রযোজনার জন্য পরামর্শ,' বুদ্ধদেব বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৮৪। এস্যব গধশরহম ড়ভ ঈড়ষড়হরধষ খঁপশহড়, পৃ. ১৩৬।

৮৫। উপরোক্ত, পৃ. ১৩৭।

৮৬। উপরোক্ত, পৃ. ১৩৪।

৮৭। উপরোক্ত, পৃ. ১৩৭।

৮৮। উপরোক্ত, একই পৃষ্ঠা।

৮৯। Philippa Levine, "Venereal disease, prostitution and the politics of empire: The case of British India," Journal of the History of Sexuality, Vol. 4, No. 4, 1994, c„. 579|

৯০। Judith Walkowitz, Prostitution and Victorian Society. Women, Class, and the State, Cambridge: Cambridge University Press, 1980, c„. 3|

৯১। উপরোক্ত, পৃ. ৭১।

৯২। উপরোক্ত, পৃ. ৪ ।

৯৩। উপরোক্ত, একই পৃষ্ঠা।

৯৪। উপরোক্ত, একই পৃষ্ঠা।

৯৫। Cited by Mridula Ramanna, Western Medicine and Public Health in Colonial Bombay, 1845-1895, Orient Longman: New Delhi, 2002, c„. 163|

৯৬। Prostitution and Victorian Society, c„. 1|

৯৭। উপরোক্ত, পৃ. ২।

৯৮। উপরোক্ত, একই পৃষ্ঠা।

৯৯। উপরোক্ত, পৃ. ২৫৬।

১০০। উপরোক্ত, একই পৃষ্ঠা।

১০১। Begum, "The Creation of Difference," c„. 4|

১০২। উপরোক্ত, পৃ. ২৫-২৬।

১০৩। Veena Talwar Oldenburg, "Lifestyle as resistance: The case of the courtesans of Lucknow," in Douglas Haynes and Gyan Prakash (eds.), Contesting Power. Resistance and Everyday Social Relations in South Asia, Delhi, Bombay, Calcutta, Madras: Oxford University Press, 1991, c„. 28|

১০৪। উপরোক্ত, একই পৃষ্ঠা।

১০৫। Western Medicine and Public Health, c„. 162|

১০৬। "After the repeal of the Contagious Diseases Acts in England on 15 April 1886, attention turned almost immediately to the British Colonies, where Regulation was still in force, governed by the Indian Contagious Diseases Acts of 1864 and the Cantonment Acts or Rules of 1866. Josephine Butler's first publication on the issue, The Revival and Extension of the Abolitionist Cause (item 1), documents the situation in all the Colonies, but it soon became clear that the central focus was on India. For Butler, the Indian campaign was a `second chapter of our great Abolitionist cause' (p. 1), an opportunity to continue the work of the LNA which might otherwise have lost focus." Ingrid Sharp (ed.), The Queen's Daughters in India, by Josephine Butler and Jane Jordan, Vol. 5, London: Routledge, 2003|

১০৭। "The Creation of Difference," c„. 16-17|

১০৮। উপরোক্ত, পৃ. ২২।

১০৯। উপরোক্ত, পৃ. ৬।

১১০। উপরোক্ত, পৃ. ৭।

১১১। উপরোক্ত, পৃ. ১৯।

১১২। উপরোক্ত, পৃ. ৫৩।

১১৩। উপরোক্ত, পৃ. ২২।

১১৪। Charu Gupta, Sexuality, Obscenity, Community: Women, Muslims, and the Hindu Public in Colonial India, Basingstoke: Palgrave, 2002, c„. 121|

১১৫। Zoya Sameen, "Prostituting the Tawa'if: Nawabi Patronage and Colonial Regulation of Courtesans in Lucknow, 1847-1899," academia.edu, c„. 4|

১১৬। উপরোক্ত, পৃ. ৮।

ঢাকা শহরের দেয়াল চিত্র। অক্টোবর ২০১৯, সূত্র: বিবিসি নিউজ, বাংলা